# 105844 - কতটুকু দূরত্বে সফর করলে নামায কসর করা বধৈ

প্রশ্ন

আমি যদি জানি যে, আমি (সফর থকেে) ফরিতে দরেী করব, সক্ষেত্রে কি নামায কসর করে পড়া যাবে? যে সফররে মধ্যে আমার জন্য নামায কসর করা ও দুই ওয়াক্তরে নামায এক ওয়াক্তে একত্রে আদায় করা জায়যে সে সফররে দূরত্ব ৮০ কঃিমঃি (যাওয়া-আসা) নাকি শুধু যাওয়া?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যে সফররে মধ্যে সফরকালীন রুখসত বা ছাড় গ্রহণ করা শরয়িত অনুমোদতি সে সফর হচ্ছে প্রচলতি অর্থে যটোকে সফর বা ভ্রমণ হসিবেে গণ্য করা হয়। বলা যায় এর দূরত্ব প্রায় ৮০ কঃিমঃি। যে ব্যক্তি এ পরমিাণ বা তদুর্ধ্ব দূরত্বে (শুধু যাওয়া) ভ্রমণ করবে তার জন্যে সফরকালীন ছাড়গুলো গ্রহণ করা জায়যে; যমেন- তনিদনি তনিরাত মোজার উপর মাসহে করা, নামাযগুলো চার রাকাতরে বদলে দুই রাকাত (কসর) করে এবং দুই ওয়াক্তরে নামায এক ওয়াক্তে একত্রে আদায় করা, রমযানরে রোযা না-রাখা।

মুসাফরি ব্যক্তি যে স্থানরে উদ্দশ্যে সফর করছেনে সে স্থানে পৌঁছে যদি সখোনে চারদনিরে বশেি সময় অবস্থান করার নয়িত করনে তাহলে তনিি সফরকালীন ছাড়গুলো গ্রহণ করবনে না। আর যদি চারদনি বা তার চয়েে কম সময় অবস্থান করার নয়িত করনে তাহলে তনিি সফরকালীন ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারনে।

আর যে মুসাফরি কোন একটি স্থানে অবস্থান করছনে; কন্তিু তনিি জাননে না যে, কখন তার প্রয়োজন শষে হবে এবং তনিি অবস্থানরে জন্য সুনর্দিষ্টি কোন সময় নর্িধারণ করনেনি; এভাবে তনিি যদি দীর্ঘদনি সখোনে থকেে যান তবুও তনিি সফরকালীন ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবনে।

সারকথা: আপনার নামায কসর করে পড়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, ভ্রমণরে দূরত্ব ৮০ কঃিমঃি এর কম না হওয়া। যদি উদ্দষ্টি স্থানে আপনি চারদনিরে বশেি সময় অবস্থান করনে তাহলে নামাযগুলো পূর্ণ সংখ্যায় (চার রাকাত) আদায় করবনে।

আর দুই ওয়াক্তরে নামায (জোহর ও আসর) (মাগরবি ও এশা) একত্রে আদায় করা এটি মুসাফরিরে জন্য জায়যে। এটি মুকীমরে জন্যওে জায়যে হতে পার, যদি নর্িধারতি ওয়াক্তে নামায আদায় করা কোন মুকীমরে জন্যে কষ্টকর হয়ে যায়–

রোগের কারণে, কিংবা এমন কাজের কারণে যে কাজ পরে করা সম্ভবপর নয় (যেমন ছাত্রের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ, ডাক্তার কর্তৃক অপারেশন করা ইত্যাদি।

আরও জানতে 97844 নং প্রশ্নোত্তর পড়ুন।

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।